১০/৭/২০০৩

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

বেসরকারি শিক্ষকরা বেতন পাবেন না?

জুলাই মাস চলে যাচ্ছে, দেশের পাঁচ লক্ষাধিক বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী মে মাসের বেতন এখনও পাননি। সরকারি চাকরিজীবিরা মাস চলে যাওয়ার পরের মাসের ২/১ তারিখেই বেতন উত্তোলন করে থাকেন। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি সরকারের বিমাতাসুলভ ব্যবহারের জন্য বেতন পেতে পেতে ২/৩ মাস চলে যায়। শিক্ষা বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের আচরণ দেখে মনে হয়, বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন পাওয়া-না-পাওয়া তাদের মর্জির ওপর নির্ভর করে। অথচ মাস চলে যাওয়ার পর অন্য চাকরিজীবীদের মতো বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরাও বেতন পাওয়ার জন্য ন্যায্য দাবিদার। শিক্ষা বিভাগের আমলারা কি কখনও সরেজমিনে খোঁজখবর নিয়ে দেখেছেন, দেশের বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা কিভাবে তাদের দিনাতিপাত করেন? দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির এ যুগে যেক্ষেত্রে 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' সেক্ষেত্রে মাসের পর মাস যদি বেতন বকেয়া থাকে, তাহলে সন্তানের স্কুলের বেতন, দুধের টাকা, বাড়ি ভাড়ার চাপ, মাসকাবারি দোকানের পাওনা কিভাবে পরিশোধ করবেন? বকেয়া টাকার জন্য প্রায়ই পাওনাদারের কাছে হেনস্তা হতে হয়। এসব ঘটে একমাত্র অনিয়মিত বেতন প্রদানের জন্য।

আমলারা যদি দেশের অবহেলিত পাঁচ লক্ষাধিক বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীর প্রতি মানবিক দৃষ্টিতে তাদের দৈন্যতার বিষয়টি বিবেচনা করতেন তাহলে এভাবে মাসের পর মাস বেতন বকেয়া থাকত না। আর শিক্ষক-কর্মচারীরাও স্ত্রী-সন্তান নিয়ে একবেলা-আধাবেলা খেয়ে না খেয়ে ক্লাসে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতে বা 'অফিস ওয়ার্ক' করতে হতো না।

যে দেশে ৮০% শিক্ষার্থীর দায়িত্বভার বেসরকারি শিক্ষকদের ওপর ন্যস্ত তাদের দিকে দৃষ্টি দেয়ার মতো সময় কি আমলাদের আছে? যদি থাকত তাহলে মাস চলে যাওয়ার পরের মাসের ২/১ তারিখেই বেতন উত্তোলনের ব্যবস্থা করতেন।

আমাদের বেতন প্রদানের বিষয়টিকে করুণার দৃষ্টিতে বিবেচনা করেন বলেই প্রতি মাসে বেতন পাওয়ার ক্ষেত্রে এরকম অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। স্বাধীন দেশে কবে আমলাদের এরকম মানসিকতার পরিবর্তন হবে? সরকারের কি এ ব্যাপারে কিছুই করণীয় নেই? গণতন্ত্রের দাবিদারদের শিক্ষকের এ গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু মানতে এত অনীহা কেন?

মো. নূরুন নবী
সহঃ অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
পাকুটিয়া বিসিআরজি ডিগ্রি কলেজ
নাগরপুর, টাঙ্গাইল